বিক্ষোভের মুখে ক্যাম্পাস ছাড়লেন জবি অধ্যাপক আইনুল ইসলাম

ছবি: ফাইল

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

প্রকাশ: ১৬ জুলাই ২০২৬ | ২২:৫৩

একাধিক ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে শেষ পর্যন্ত ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের নবনিযুক্ত ডিন অধ্যাপক ড. মো. আইনুল ইসলাম।

আজ বৃহস্পতিবার সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অর্থনীতি বিভাগের সামনে কয়েক ঘণ্টার অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভের এক পর্যায়ে ডিন অফিস থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন আইনুল ইসলাম। বিক্ষোভে থাকা শিক্ষার্থীরা তাঁকে ‘ফ্যাসিবাদের দোসর’ আখ্যা দিয়েছেন। এ সময় প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য, ছাত্রদল, ছাত্রশক্তি ও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জুলাইযোদ্ধা ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা ডিন কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় তারা আইনুল ইসলামের পদত্যাগের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং তাঁর নিয়োগ বাতিলের আহ্বান জানান।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দাবি, ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় আইনুল ইসলামের ভূমিকা বিতর্কিত ছিল। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি আওয়ামী লীগপন্থি শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ২০২৪ সালের ৩ আগস্ট গণভবনে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। এসব বিষয় সামনে এনে শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে ব্যাখ্যা দাবি করেন। পরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার এক পর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তিনি ডিন অফিস ত্যাগ করেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা জাতীয় ছাত্রশক্তি জবি শাখার সদস্য সচিব শাহিন মিয়া বলেন, ‘আইনুল দইসলামের জুলাই আন্দোলনবিরোধী অবস্থান এবং ৩ আগস্ট গণভবনের বৈঠকে অংশগ্রহণের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এসব বিষয়ে তাঁর কাছে জবাব চাইলে তিনি কোনো অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। আমরা মনে করি, জুলাইর চেতনার বিপরীতে অবস্থান নেওয়া কোনো ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার নৈতিক অধিকার নেই।’

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, ‘জুলাইযোদ্ধারা আইনুল ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে আন্দোলন করেছে। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে তিনি ডিন অফিস ত্যাগ করেছেন। বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি এবং উত্থাপিত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হবে।’

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক মো. আইনুল ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা কিছু অভিযোগ তুলে আমার কাছে প্রতিবাদ জানায়। আমি পরিস্থিতি বিবেচনায় সসম্মানে অফিস ত্যাগ করেছি। ডিন হিসেবে আমার নিয়োগ সম্পূর্ণ আইনগতভাবে হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর অনেকগুলোই পুরোনো ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। গণভবনের বৈঠকে আমি তৎকালীন রেজিস্ট্রার হিসেবে প্রশাসনের নির্দেশে গিয়েছিলাম। অভিযোগগুলোর প্রকৃত সত্য খতিয়ে দেখলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।’